ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ

প্রিচার্স

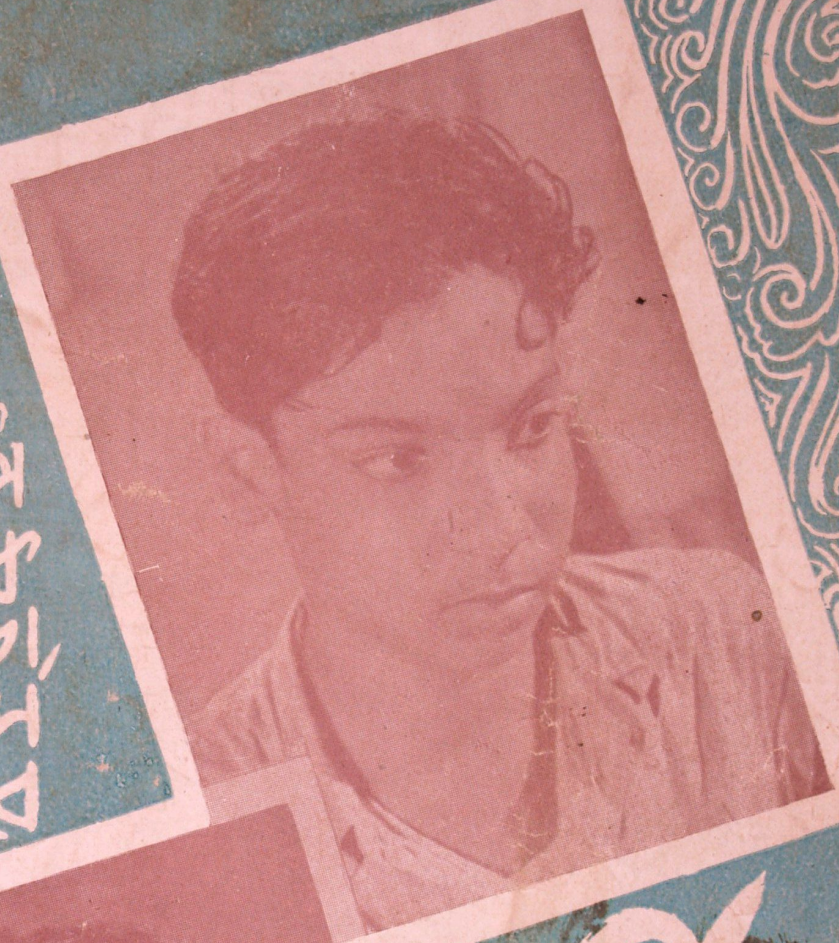

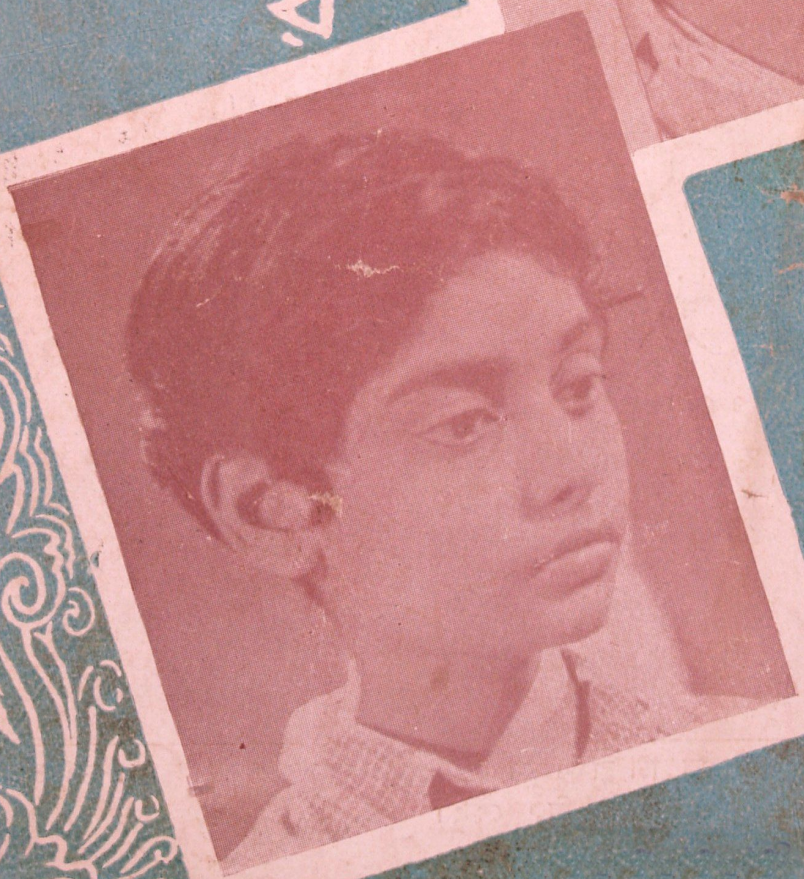

প্রিচার্স

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিক্‌চার্সের নিবেদনঃ

পরিবর্ত্তন

প্রথম জাতীয় কিশোর কথাচিত্র

প্রযোজনায় — সুধীর মুখোপাধ্যায়

পরিচালনায় — সত্যেন বসু

কাহিনী — মনোরঞ্জন ঘোষ

আলোক-চিত্রপরিচালক অজয় কর।

শিল্প নির্দেশক - বীরেন নাগ।

শব্দ যন্ত্রী - সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ।

সম্পাদক - অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীত রচনা - কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ।

সঙ্গীত পরিচালনা সলীল চৌধুরী।

রূপ সজ্জাকর - শক্তি সেন।

নির্মানাগারাধ্যক্ষ - এস্ আর রহমান।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় - অমলেন্দু বসু, অরুণ চৌধুরী, সুরেশ হালদার, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোক চিত্রণে বিশু চক্রবর্ত্তী, বিমল মুখোঃ, রেজা, ও বেবী।

শব্দ গ্রহণে - রমাপদ, (শ্রীকুমার)।

শিল্প নির্দেশনায় - কার্ত্তিক বসু, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদনায় - দুলাল দত্ত।

আলোক সম্পাতে কানাই দেব।

ব্যবস্থাপনায় - কমলাক্ষ গাঙ্গুলী, ও নিরঞ্জন সরকার।

নির্ম্মাণাগার — কালী ফিল্মস্ লিঃ ও ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ।

রসায়নাগার — বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী লিঃ।

পরিবেশক — মুভিস্থান লিঃ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - ক্যালকাটা ব্রাইও স্কুল, মেট্রোপলিটান স্কুল, প্রফুল্ল প্রতাপ বিদ্যায়তন, ও কে আর লিঙ্ক কোং।

দুরন্ত ছেলে অজয়। গ্রামের সমবয়সী বালকদের সে নেতা। পাড়া প্রতিবেশীরা তার উৎপাতে অস্থির। দুপুর বেলায় মিহিরদের কাঁচা মিঠে আমগাছের উপর সে আক্রমণ চালায় সদলে। উড়ে মালী জনার্দন ধরতে আসায় মেরে তার নাক থ্যাবড়া করে দেয়। পরান মণ্ডলের গরুর গাড়ী নিয়ে সে জলে ফেলে, খেয়া ঘাট হতে কলার কাঁদি চুরি করে অদ্ভূত কৌশলে।

নালিশ শুনে শুনে অভিভাবক জ্যাঠামশাইয়ের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। বেদম মার খেয়েও অজয় শোধরায়না দেখে ভর্তি করে দেয় সহরের স্কুলের বোর্ডিংয়ে। আশা করেন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকে ছেলেটা মানুষ হবে। আবাল্যের সাথীদের ছেড়ে চোখের জল মুছে অজয়কে গ্রাম ছাড়তে হয়।

গেঁয়ো ছেলেকে হোষ্টেলের ছেলেরা অভ্যর্থনা করার মজার ব্যবস্থা করে, কিন্তু পল্লীগ্রামের সবল ছেলের ঘুষির জোরের পরীক্ষা পেয়ে তারা শত্রুতা করা সুবিধা হবেনা বুঝে বন্ধুত্ব জমায়। রাত্রে গোপনে অজয়ের ঘরে ছেলেদের আড্ডা জমে, স্কুলের গাধা বেঞ্চের নেতা বোধ হয় অজয়ই হবে। অজয় কিন্তু আকৃষ্ট হয় স্কুলের সেরা ছেলে শক্তির প্রতি। শক্তি গরীব আর খোঁড়া বলে অজয়ের কোমল মনের সমবেদনা পূর্ণমাত্রায় পায়। তাই বিকালে রবি-রূপ-নির্ম্মল প্রভৃতি অন্যান্য ছেলেরা অজয়কে খেলার সঙ্গী হিসাবে পায় না।

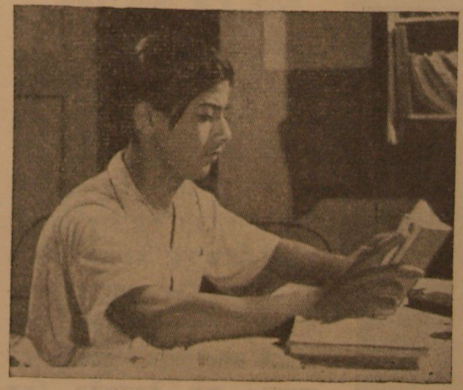

প্রথম দিনে স্কুলে গিয়ে সহপাঠী অমূল্যর চালাকীর ফলে বিনাপরাধে অজয় মার খায়। অমূল্যর উপর অজয়ের সমস্ত মন বিরূপ হয়ে থাকে। অন্য ছেলেরাও অমূল্যকে দেখতে পারে না। সে ছেলেদের নামে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নন্দদুলাল বাবুর কাছে গোপনে নালিস করে বলে।

হোষ্টেলে এসে অজয়ের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয় আহারের। ঠাকুর বিশ্রী ঝাল রান্না করে, ছেলেদের ভাল কিছু খেতে দেয় না, এক খানার বেশী মাছ চাইলে পাওয়া যায় না। নন্দবাবুকে বলতে গিয়ে ধমক খেতে হয়। তিনি নিজে দিব্বি চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খান ছেলেদের বঞ্চিত করে। আহার তার দেহের অনুপাতেই।

অজয় ছেলেদের নিয়ে পরামর্শ করে প্রতিকারের। অমূল্য গিয়ে বলে দেয়, ফলে অজয় মার খায়। কিন্তু মার খেয়ে দমে যাবার ছেলে সে নয়; মাথা হতে এমন বুদ্ধি বের করে যাতে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে নন্দবাবুকে থাকতে হয় অনাহারে, ঠাকুর হয় জব্দ আর বদ্ধ ঘরের মধ্য হতে ঘুমন্ত অমূল্য উড়ে যায় রাস্তায়। শুধু এই নয়, আরও ভৌতিক কাণ্ড সুরু হয় হোষ্টেলে। ঘুমন্ত নন্দবাবু মাঝরাত্রে স্নান করেন অদৃশ্য জলধারায়। বন্ধ জানালা দরজা আচমকা খুলে যায়, আর জানালায় ছেলেকোলে নিয়ে এক ভূত এসে দাঁড়ায়। নন্দবাবুর ভুড়িকম্প আর আর্তনাদ — ছেলেরা ছুটে এসে থামায়। ব্যাপার চরমে উঠে যেদিন ঘরের মধ্যে দুই গাধা ভূত অনধিকার প্রবেশ করে চর্বণ করে নন্দবাবুর চাদর আর রাম চাকরের চুল। নন্দবাবু আর রাম সেদিন একঘরে শুয়েছিল পরস্পরকে সাহস দেবার জন্য, কিন্তু এই ভুতুড়ে কাণ্ডের ফলে রামকে সোজা দেশের উদ্দেশ্যে ভোঁ দৌড় দিতে হয় আর নন্দবাবুকে একশো চার ডিগ্রী জ্বর নিয়ে চাকরী ছেড়ে পালাতে হয়।

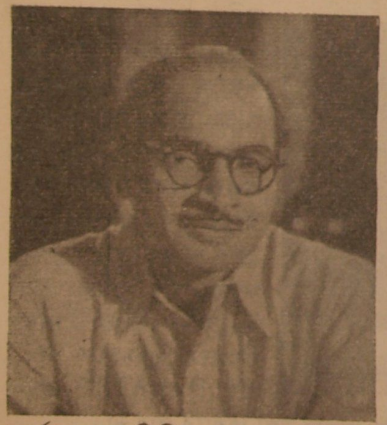

শিশির আচার্য্য নামে নতুন একজন আসেন। অজয় তাকেও তাড়াবার ব্যবস্থা করে কিন্তু পারে না। শিশির বাবু ভূতকে ধরে ফেলেন এবং বশে আনেন। আর বশ করে ফেলেন সমস্ত ছেলেকে তাঁর ব্যবহারে। কিন্তু তাঁর সহকর্ম্মী অন্যান্য শিক্ষকরা বরদাস্ত করতে পারেন না তাঁর ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা। পণ্ডিত প্রভৃতিরা তাঁর বিরুদ্ধে দল পাকান, উপরে রিপোর্ট করেন। স্কুল ইন্সপেক্টর কিন্তু সমর্থন করেন শিশির বাবুকে। শিশির বাবু শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্ত্তন আনেন। ছাত্রদের মনে শেখার-জানার আগ্রহ জাগে, ছেলেদের অবাধ স্বাধীনতা তিনি দেন। তাদের সঙ্গে অবাধ মেলমেশা সুরু করেন, ছুটীতে দেশ ভ্রমণে নিয়ে যান, আর্ত্ত-পীড়িতের সেবা করতে শেখান, খেলাধূলা ও লেখাপড়ার মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

ছেলেদের এক অভিনয় অনুষ্ঠান অজয়ের নির্দেশ মত রবি পণ্ড করে দেয় পোষাকে ছারপোকা ছেড়ে, ষ্টেজের তলায় পটকা ফুটিয়ে আর অভ্যাগতদের চায়ে জোলাপ মিশিয়ে। শিক্ষকরা স্কুল হতে অজয়কে তাড়াবার সিদ্ধান্ত করছিলেন, কিন্তু শিশির বাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁরা এবারের জন্য ক্ষমা করেন। শিশির বাবু অজয়ের দুষ্টুবুদ্ধির চমৎকারীত্ব ও সম্ভাবনীশক্তিতে বিস্মিত হন! তিনি মনে করেন এই দুষ্টুবুদ্ধিকে কোন রকমে মোড় ঘুরিয়ে সুবদ্ধিতে পরিণত করলে কী অদ্ভুত ফলই না পাওয়া যাবে।

অজয় রবির মুখ হতে শোনে অমূল্যই তার থিয়েটার নষ্ট করার কথা বলে দিয়েছে। অমূল্যর সঙ্গে মাঠে তার মারামারি হয়, অমূল্য মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। শিশির বাবু সব ছেলেকে বলে দেয় অজয়কে বয়কট করার জন্য।

অজয় আশা করে শক্তি তাকে ত্যাগ করবে না, কিন্তু শক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অজয় তাকে ভুল বোঝে। অজয় রাগ করে হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে চায়। তাকে ফেরাতে গিয়ে মোটরের ধাক্কায় মারা যায় শক্তি।

জীবনের বিনিময়ে শক্তি কি অজয়কে সুপথে আনতে পারবে না ! ! ! !

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিক্‌চার্সের নিবেদন ঃ—

প রি ব র্ত্ত ন

গাড়োয়ানের গান

অবুঝ মনরে বল মোরে
কেমন করে মেটাবো তোর সাধরে !
ও মনের সাধরে।

কাহন কড়ি নেইকো ট্যাকে,
বাহক ভাঙা গাড়ি ;
খুসীর টানে দেয় না সে তাই
হাটের পথে পাড়ি।
অবুঝ মন রে বল মোরে
কেমন করে মেটাবো তোর সাধরে !

খরের চালে খড় জোটে না,
অঙ্গে ছেঁড়া কানি ;
তবু পলাশ বনে হাতছানি দেয়
রাঙা স্বপন খানি
অবুঝ মনরে .....

আরে হিড় হিড় হিড়...
ডান বল্লে বাঁ, বাঁ বল্লে ডান
ইটা গরু মানুষই নয়,—হিড়িম......
ট্যারছা বেঁকা রথের চাকার
নাইরে তুলনা ;
বলদ্ জোড়া নয় রে বলদ্
পংখীরাজের ছা।
অবুঝ মনরে বল মোরে
কেমন করে মেটাব তোর সাধরে !
ও মনের সাধরে।

ছাত্রদের গান

আমরা কিশোর দল,
আমাদের গানে সারা পৃথিবীর যৌবন চঞ্চল।
শ্যামলী মাটির গানে
পুলক জাগাই প্রাণে
জন্মদিনের শঙ্খ মোদের বাজায় ধরণীতল।
অরুণোদয়ের পথে,
মুক্তির রাঙা রথে
ললাটে মোদের পরায় তিলক দীপ্ত উদয়াচল

চির নির্মল চির উজ্জল চির বন্ধন বাঁধাহারা,
যুগে যুগে ভাঙে জীণ প্রাচীন কারা।
প্রাচীনা পৃথিবী মোদের দীপ্ত পদভরে টলমল।

প্রাণের ছন্দে বৈঠা চালাই হাল ধরি তরণীতে,
ঢেউ ভাঙে ভাঙে, মন তবু রাঙে উদ্দাম সঙ্গীতে।
মোদের ধর্ম ন্যায়ের বর্মে ঢাকা,
অগ্নি মশালে আমরা জ্বালাই হিংসার কালো পাখা।
আর্ত পীড়িত লাঞ্ছিত জনে,
সেবা করি মোরা নির্ভিক মনে
জনগণেশের মুক্তিপথের মোরা পদাতিক দল।

প রি ব র্ত্ত ন

শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হচ্ছে

প্রকাশক ঃ—এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স

১৫, কলেজ স্কোয়ার

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিক্‌চার্সের নিবেদন ঃ-

পরিবর্ত্তন

প্রথম জাতীয় কিশোর কথাচিত্র

অভিনয়াংশে

ছোটরা

অজয় - - - -	সত্যব্রত
শক্তি - - - -	অজিত
বিজু - - - -	উষাপতি
পচা - - - -	সুশীল
অমূল্য - - - -	মিহির
রবি - - - -	দীলিপ
শৈলেন - - - -	শ্যামল
নির্ম্মল - - - -	নীহার
অসীম - - - -	রতিপ্রকাশ
রূপ - - - -	রূপ গোস্বামী
গ্রামের ছেলে -	মন্টু, জয়ন্ত, শিবনাথ ভবানী অমূল্য প্রভৃতি
স্কুলের ছেলে -	সত্য, গুরুদাস, সুধীর সুকুমার, জ্যোতি প্রভৃতি

বড়রা

শিশির - - - -	সত্যেন বসু
নন্দদুলাল - -	দুলালচাঁদ (এ্যাঃ)
রমাপতি - - -	শংকর সেন
হেডমাষ্টার - - -	সত্যেন রায়
ইন্সপেক্টর - -	মনোরঞ্জন ঘোষ
পণ্ডিত - -	সচীনন্দন ঘোষ (এ্যাঃ)
শিক্ষকবৃন্দ	ভবেন পাল (এ্যাঃ), অমলেন্দু বসু, বিনয় মুখো, কানু চটো, শান্তি সেন, সুধীর সরকার
ডাক্তার - - -	গিলু মুখো (এ্যাঃ)
ঠাকুর - -	মুরারী মুখো (বাণী বাবু)
রাম - - - - -	দুর্গেশ
রতন - - -	সত্যেন বন্দ্যো (এ্যাঃ)
মালি - - - -	আশু বসু
গ্রামবাসী -	ধীরেশ মজুমদার (দাদু) পশুপতি বন্দ্যো, দুলাল দাস
অজয়ের মা - - -	সন্ধ্যা দেবী
শক্তির মা - - -	শোভা সেন
রায় গিন্নী - - -	বেলা দেবী
মিনি - - -	যমুনা সিংহ

SERVING WITH REPUTATION SINCE 1912

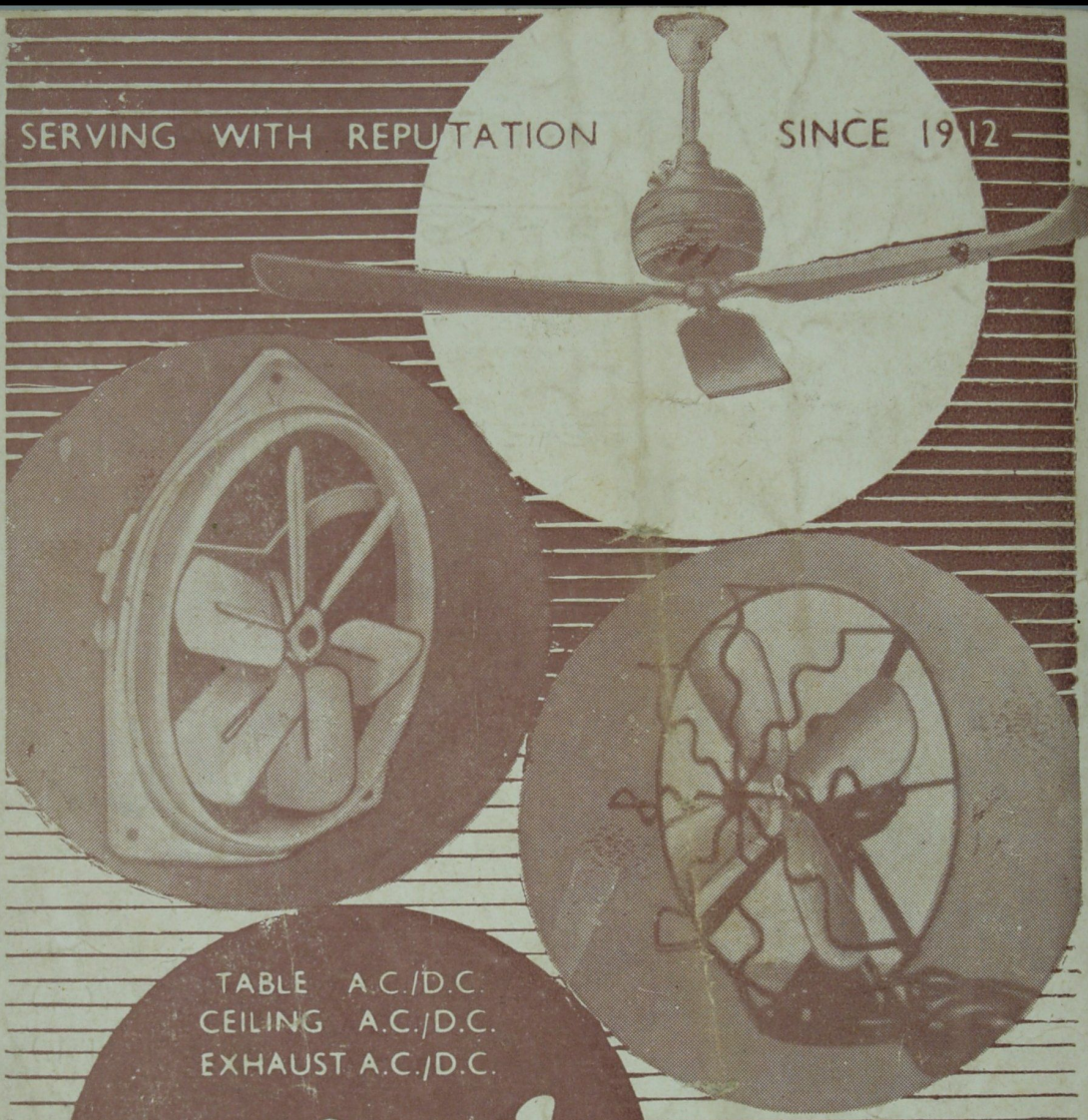

TABLE A.C./D.C.
CEILING A.C./D.C.
EXHAUST A.C./D.C.

Clyde

SALES & SERVICE: 21/2 CHOWRINGHEE CALCUTTA
FACTORY : RAIBAHADUR ROAD BEHALA

Published by Publicity Syndicate 11/3, Russa Road, Calcutta 26.
Printed by D. Bose & Co. Calcutta 13.

ন্যাশানাল প্রগ্রেসিভ'এর
পরিণতি
ভারতে সর্বপ্রথম কিশোর চিত্র

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিক্‌চার্সের নিবেদন ঃ-

পরিবর্ত্তন

প্রথম জাতীয় কিশোর কথাচিত্র

প্রযোজনায় — সুধীর মুখোপাধ্যায়
পরিচালনায় — সত্যেন বসু
কাহিনী — মনোরঞ্জন ঘোষ

আলোক-চিত্রপরিচালক - অজয় কর ।
শিল্প নির্দেশক - ধীরেন নাগ ।
শব্দ যন্ত্রী - সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ ।
সম্পাদক - অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ।
সঙ্গীত রচনা - কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ ।
সঙ্গীত পরিচালনা সলীল চৌধুরী ।
রূপ সজ্জাকর - শক্তি সেন ।
নির্মানাগারাধ্যক্ষ - এস্ আর রহমান ।
[redacted]

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় - অমলেন্দু বসু, অরুণ চৌধুরী, সুরেশ হালদার, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
আলোক চিত্রণে - বিশু চক্রবর্ত্তী, বিমল মুখোঃ, রেজা, ও বেবী ।
শব্দ গ্রহণে - রমাপদ, (শ্রীকুমার) ।
শিল্প নির্দেশনায় - কার্ত্তিক বসু, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী।
সম্পাদনায় - দুলাল দত্ত ।
আলোক সম্পাতে - কানাই দেব ।
ব্যবস্থাপনায় - কমলাক্ষ গাঙ্গুলী, ও নিরঞ্জন সরকার।

নির্ম্মাণাগার — কালী ফিল্মস্ লিঃ ও ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ ।
রসায়নাগার — বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটরী।
পরিবেশক — মুভিস্থান লিঃ।

অভিনয়াংশে

ছোটরা

অজয়	সত্যব্রত
বিজু	উষাপতি
পচা	সুশীল
অমূল্য	মিহির
রবি	দীলিপ
শক্তি	অজিত
শৈলেন	শ্যামল
নির্ম্মল	নীহার
অসীম	রতিপ্রকাশ
রূপ	রূপ গোস্বামী
গ্রামের ছেলে	মন্টু, জয়ন্ত, শিবনাথ ভবানী অমূল্য প্রভৃতি
স্কুলের ছেলে	সত্য, গুরুদাস, সুধীর সুকুমার, জ্যোতি প্রভৃতি

বড়রা

শিশির	সত্যেন বসু
নন্দদুলাল	দুলালচাঁদ
রমাপতি	শংকর সেন
হেডমাষ্টার	সত্যেন রায়
ইন্সপেক্টর	মনোরঞ্জন ঘোষ
পণ্ডিত	সচীনন্দন ঘোষ (এ্যাঃ)
শিক্ষকবৃন্দ	ভবেন পাল (এ্যাঃ), অমলেন্দু বসু, চিন্ময় মুখো, কানু চট্টো, শান্তি সেন, সুধীর সরকার
ডাক্তার	গিলু মুখো (এ্যাঃ)
ঠাকুর	মুরারী মুখো (বাণী বাবু)
রাম	দুর্গেশ
রতন	সত্যেন বন্দ্যো (এ্যাঃ)
মালি	আশু বসু
গ্রামবাসী	ধীরেশ মজুমদার (দাদু) পশুপতি বন্দ্যো, দুলাল দাস
অজয়ের মা	সন্ধ্যা দেবী
শক্তির মা	শোভা সেন
রায় গিন্নী	বেলা দেবী
মিনি	যমুনা সিংহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - ক্যালকাটা ব্রাইও স্কুল, মেট্রোপলিটান স্কুল, প্রফুল্ল প্রতাপ বিদ্যায়তন, ও কে আর লিঙ্ক কোং।

দুরন্ত ছেলে অজয়। গ্রামের সমবয়সী বালকদের সে নেতা। পাড়া প্রতিবেশীরা তার উৎপাতে অস্থির। দুপুর বেলায় মিহিরদের কাঁচা মিঠে আমগাছের উপর সে আক্রমণ চালায় সদলে। উড়ে মালী জনার্দন ধরতে আসায় মেরে তার নাক থ্যাবড়া করে দেয়। পরান মণ্ডলের গরুর গাড়ী নিয়ে সে জলে ফেলে, খেয়া ঘাট হতে কলার কাঁদি চুরি করে অদ্ভূত কৌশলে।

নালিশ শুনে শুনে অভিভাবক জ্যাঠামশাইয়ের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। বেদম মার খেয়েও অজয় শোধরায়না দেখে ভর্তি করে দেয় সহরের স্কুলের বোর্ডিংয়ে। আশা করেন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকে ছেলেটা মানুষ হবে আবাল্যের সাথীদের ছেড়ে চোঁখের জল মুছে অজয়কে গ্রাম ছাড়তে হয়।

গেঁয়ো ছেলেকে হোষ্টেলের ছেলেরা অভ্যর্থনা করার মজার ব্যবস্থা করে, কিন্তু পল্লীগ্রামের সবল ছেলের ঘুষির জোরের পরীক্ষা পেয়ে তারা শত্রুতা করা সুবিধা হবেনা বুঝে বন্ধুত্ব জমায়। রাত্রে গোপনে অজয়ের ঘরে ছেলেদের আড্ডা জমে, স্কুলের গাধা বেঞ্চের নেতা বোধ হয় অজয়ই হবে। অজয় কিন্তু আকৃষ্ট হয় স্কুলের সেরা ছেলে শক্তির প্রতি। শক্তি গরীব আর খোঁড়া বলে অজয়ের কোমল মনের সমবেদনা পূর্ণমাত্রায় পায়। তাই বিকালে রবি - রূপ-নির্ম্মল প্রভৃতি অন্যান্য ছেলেরা অজয়কে খেলার সঙ্গী হিসাবে পায় না।

প্রথম দিনে স্কুলে গিয়ে সহপাঠী অমূল্যর চালাকীর ফলে বিনাপরাধে অজয় মার খায়। অমূল্যর উপর অজয়ের সমস্ত মন বিরূপ হয়ে থাকে। অন্য ছেলেরাও অমূল্যকে দেখতে পারে না। সে ছেলেদের নামে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নন্দদুলাল বাবুর কাছে গোপনে নালিস করে বলে।

হোষ্টেলে এসে অজয়ের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয় আহারের। ঠাকুর বিশ্রী ঝাল রান্না করে, ছেলেদের ভাল কিছু খেতে দেয় না, এক খানার বেশী মাছ চাইলে পাওয়া যায় না। নন্দবাবুকে বলতে গিয়ে ধমক খেতে হয়; তিনি নিজে দিব্বি চর্ব - চোষ্য - লেহ্য - পেয় খান ছেলেদের বঞ্চিত করে। আহার তার দেহের অনুপাতেই।

অজয় ছেলেদের নিয়ে পরামর্শ করে প্রতিকারের। অমূল্য গিয়ে বলে দেয়, ফলে অজয় মার খায়। কিন্তু মার খেয়ে দমে যাবার ছেলে সে নয়; মাথা হতে এমন বুদ্ধি বের করে যাতে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে নন্দবাবুকে থাকতে হয় অনাহারে, ঠাকুর হয় জব্দ আর বদ্ধ ঘরের মধ্য হতে ঘুমন্ত অমূল্য উড়ে যায় রাস্তায়। শুধু এই নয়, আরও ভৌতিক কাণ্ড সুরু হয় হোষ্টেলে। ঘুমন্ত নন্দবাবু মাঝরাত্রে স্নান করেন অদৃশ্য জলধারায়। বন্ধ জানালা দরজা আচমকা

খুলে যায়, আর জানালায় ছেলেকোলে নিয়ে এক ভুত এসে দাঁড়ায়। নন্দবাবুর ভুড়িকম্প আর আর্ত্তনাদ — ছেলেরা ছুটে এসে থামায়। ব্যাপার চরমে উঠে যেদিন ঘরের মধ্যে দুই গাধা ভুত অনধিকার প্রবেশ করে চর্বন করে নন্দবাবুর চাদর আর রাম চাকরের চুল। নন্দবাবু আর রাম সেদিন একঘরে শুয়েছিল পরস্পরকে সাহস দেবার জন্য, কিন্তু এই ভুতুরে কাণ্ডের ফলে রামকে সোজা দেশের উদ্দেশ্যে ভোঁ দৌড় দিতে হয় আর নন্দবাবুকে একশো চার ডিগ্রী জ্বর নিয়ে চাকরী ছেড়ে পালাতে হয়।

শিশির আচার্য্য নামে নতুন একজন আসেন। অজয় তাকেও তাড়াবার ব্যবস্থা করে কিন্তু পারে না। শিশির বাবু ভুতকে ধরে ফেলেন এবং বশে আনেন। আর বশ করে ফেলেন সমস্ত ছেলেকে তাঁর ব্যবহারে। কিন্তু তাঁর সহকর্ম্মী অন্যান্য শিক্ষকরা বরদাস্ত করতে পারেন না তাঁর ব্যবহার, কথাবার্ত্তা। পণ্ডিত প্রভৃতিরা তাঁর বিরুদ্ধে দল পাকান, উপরে রিপোর্ট করেন। স্কুল ইন্সপেক্টর কিন্তু সমর্থন করেন শিশির বাবুকে। শিশির বাবু শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্ত্তন আনেন। ছাত্রদের মনে শেখার - জানার আগ্রহ জাগে, ছেলেদের অবাধ স্বাধীনতা তিনি দেন। তাদের সঙ্গে অবাধ মেলমেশা সুরু করেন, ছুটীতে দেশ ভ্রমনে নিয়ে যান, আর্ত্ত - পীড়িতের সেবা করতে শেখান, খেলাধুলা ও লেখাপড়ার মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

ছেলেদের এক অভিনয় অনুষ্ঠান অজয়ের নির্দেশ মত রবি পণ্ড করে দেয় পোষাকে ছারপোকা ছেড়ে, ষ্টেজের তলায় পটকা ফুটিয়ে আর অভ্যাগতদের চায়ে জোলাপ মিশিয়ে। শিক্ষকরা স্কুল হতে অজয়কে তাড়াবার সিদ্ধান্ত করছিলেন, কিন্তু শিশির বাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁরা এবারের জন্য ক্ষমা করেন। শিশির বাবু অজয়ের দুষ্টুবুদ্ধির চমৎকারীত্ব ও সম্ভাবনীশক্তিতে বিস্মিত হন! তিনি মনে করেন এই দুষ্টুবুদ্ধিকে কোন রকমে মোড় ঘুরিয়ে সুবদ্ধিতে পরিণত করলে কী অদ্ভুত ফলই না পাওয়া যাবে।

অজয় রবির মুখ হতে শোনে অমূল্যই তার থিয়েটার নষ্ঠকরার কথা বলে দিয়েছে। অমূল্যর সঙ্গে মাঠে তার মারামারি হয়, অমূল্য মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। শিশিরবাবু সব ছেলেকে বলে দেয় অজয়কে বয়কট করার জন্য।

অজয় আশা করে শক্তি তাকে ত্যাগ করবে না, কিন্তু শক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অজয় তাকে ভুল বোঝে। অজয় রাগ করে হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে চায়। তাকে ফেড়াতে গিয়ে মোটরের ধাক্কায় মারা যায় শক্তি।

জীবনের বিনিময়ে শক্তি কি অজয়কে সুপথে আনতে পারবেনা ! ! ! !

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্সের নিবেদন :—

পরিবর্ত্তন

গাড়োয়ানের গান

অবুঝ মনরে বল মোরে
কেমন করে মেটাবো তোর সাধরে !
ও মনের সাধরে।

কাহন কড়ি নেইকো ট্যাঁকে,
বাহক ভাঙা গাড়ি ;
খুসীর টানে দেয় না সে তাই
হাটের পথে পাড়ি।

অবুঝ মন রে বল মোরে
কেমন করে মেটাবো তোর সাধরে !

খরের চালে খড় জোটে না,
অঙ্গে ছেঁড়া কানি ;
তবু পলাশ বনে হাতছানি দেয়
রাঙা স্বপন খানি
অবুঝ মনরে.....

আরে হিড় হিড় হিড়...
ডান বল্লে বাঁ, বাঁ বল্লে ডান
ইটা গরু মানুষই নয়,—হিড়িম.....
ট্যারছা বেঁকা রথের চাকার
নাইরে তুলনা ;
বলদ জোড়া নয় রে বলদ
পংখীরাজের ছা।

অবুঝ মনরে বল মোরে
কেমন করে মেটাব তোর সাধরে !
ও মনের সাধরে।

ছাত্রদের গান

আমরা কিশোর দল,
আমাদের গানে সারা পৃথিবীর যৌবন চঞ্চল।
শ্যামলী মাটির গানে
পুলক জাগাই প্রাণে
জন্মদিনের শঙ্খ মোদের বাজায় ধরণীতল।
অরুণোদয়ের পথে,
মুক্তির রাঙা রথে
ললাটে মোদের পরায় তিলক দীপ্ত উদয়াচল।

চির নির্মল চির উজ্জ্বল চির বন্ধন বাঁধাহারা,
যুগে যুগে ভাঙে জীর্ণ প্রাচীন কারা।
প্রাচীনা পৃথিবী মোদের দীপ্ত পদভরে টলমল।

প্রাণের ছন্দে বৈঠা চালাই হাল ধরি তরণীতে,
ঢেউ ভাঙে ভাঙে, মন তবু রাঙে উদ্দাম সঙ্গীতে।
মোদের ধর্ম ন্যায়ের বর্মে ঢাকা,
অগ্নি মশালে আমরা জ্বালাই হিংসার কালোপাখা।
আর্ত পীড়িত লাঞ্ছিত জনে,
সেবা করি মোরা নির্ভিক মনে
জনগণেশের মুক্তিপথের মোরা পদাতিক দল।

SERVING WITH REPUTATION SINCE 1912

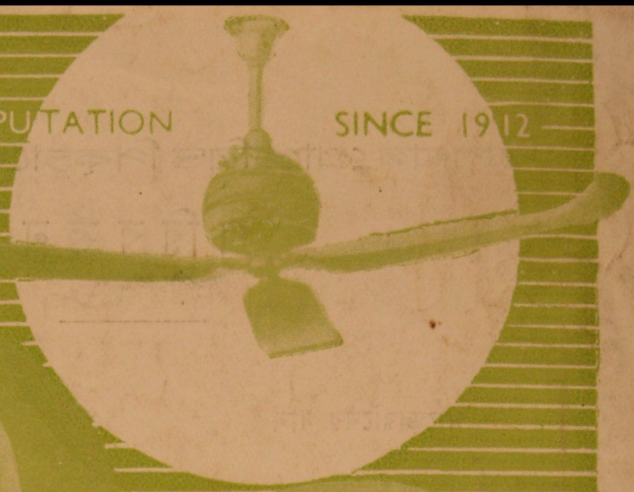

TABLE A.C./D.C.
CEILING A.C./D.C.
EXHAUST A.C./D.C.

clyde

SALES & SERVICE : 21/2 CHOWRINGHEE CALCUTTA
FACTORY : RAIBAHADUR ROAD BEHALA

PUBLICITY SYNDICATE
11-3, RUSSA ROAD, CAL-26

Cover Designed, & Published by
Publicity Syndicate. Tardeo, Bombay—7.
Printed by :—D. Bose & Co. Calcutta 13.